সংবাদ

তারিখ ... 20 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২৬ কলাম ... ৮ ...

গোলটেবিল বৈঠকে গণশিক্ষামন্ত্রী

প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য সংশোধন করে প্রকাশ হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০১৩ সালের প্রকাশিত প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতি-গোষ্ঠী সম্পর্কিত তথ্য আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংশোধন করে প্রকাশ করা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের পাঠ্যপুস্তকগুলোয় ভুল সংশোধনে সহযোগিতা করার জন্য বলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রী ডা. মো. আফছারুল আমীন।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে ডেভেলপমেন্ট ইনেসিয়েটিভ ফর ইনক্লুসিভ পিপল (দীপ), জাবারাং কল্যাণ সমিতি এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজিত 'পাঠ্যপুস্তকে জাতিসত্তা পরিচয় : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি প্রাথমিক : পৃষ্ঠা : ২ ক ২

প্রাথমিক : পাঠ্যপুস্তকে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

এ কথা বলেন। গোলটেবিল বৈঠকে দীপের সভাপতি দেবী প্রসাদ মজুমদারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য অধ্যাপক এখিন রাখাইন, জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মোস্তফা কামালউদ্দিন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিশউকের নির্বাহী পরিচালক সামিউল মিল্লাত মোর্শেদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, আরডিএফের চেয়ারম্যান কৃষিবিদ উ সিট মং, ক্য শৈ প্রু প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মঙ্গুরা বিকাশ ত্রিপুরা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দীপের নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী আতাউর রহমান রানা।

বৈঠকের সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত।

মন্ত্রী ডা. মো. আফছারুল আমীন বলেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী রয়েছে। তাদের স্ব স্ব ভাষার বই ও শিক্ষক দেয়ার বিষয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি। যাতে করে প্রতিটি শিশুর মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পাঠ্যপুস্তকে যেসব অসঙ্গতি রয়েছে আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন। তাহলে আমরা ভুলগুলোর নিরসন করতে সক্ষম হব বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গঠিত আমাদের দেশ। মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন সবাই অংশগ্রহণ করেছিলেন তেমনি করে সবার জন্য শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে শেখ হাসিনার সরকার বদ্ধপরিকর।' গোলটেবিল বৈঠকে পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর মানুষদের সম্পর্কে যেসব অসত্য ও ভুল তথ্য এবং অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলো নিরসনের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান বক্তারা। বক্তারা বলেন, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বইয়ে অধিকাংশ জায়গায় চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, ওরাঁও, গারো, মণিপুরি, টিপরা, খাসিয়া, হাজং, রাখাইন, পাহাড়ি, মাহলে, মুন্ডা, মালে ও রাজবংশী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আপত্তিকর কিছু ভুল তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকে এদের খাদ্য, সাংস্কৃতি, ধর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবিকা সম্পর্কেও অনেক নেতিবাচক তথ্য উপাস্থাপন করা হয়েছে। এসব নেতিবাচক তথ্য নিরসনের জন্যও বক্তারা সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান।